প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **শরিয়তপুর**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৬ টি (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**মনষা মন্দির** (মনসা মন্দির)	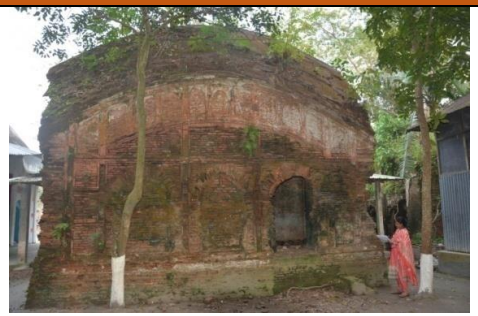	**শরীয়তপুর সদর**	-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: প্র:অধি:-৯/৯৯ ২০ জুলাই, ২০০৯	শরীয়তপুর সার্কিট হাউস থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ধানুকা গ্রামে মনসা মন্দিরগুচ্ছ অবস্থিত যা এলাকাতে মনসা বাড়ি নামে পরিচিত। বাড়িটির প্রবেশমুখে একটি বড় পুকুর রয়েছে। পুকুরে পশ্চিম পাড় থেকে শুরু হয়েছে মূল বাড়ির সীমানা, বড় আঙ্গিনার তিন দিকে তিনটি ইমারত স্থাপত্যিক নির্মাণের স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষা কওে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে পূর্বে ০৫টি স্থাপনা থাকলেও কালের পরিক্রমায় টিকে আছে ৪টি এর মধ্যে দু'টি স্থাপনাকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ২০০০ সালে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয়।
২.	**দুর্গা মন্দির**		**শরীয়তপুর সদর**	-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: প্র:অধি:-৯/৯৯ ২০ জুলাই, ২০০৯	দুর্গা মন্দিরটি মনসা মন্দির থেকে ৫ মিটার উত্তরে অবস্থিত। মন্দিরটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা এবং আয়তাকার। মন্দিরের বাহিরের দৈর্ঘ্য ৯.৪৫ মিটার ও প্রস্থ ৬.৫০ মিটার। মন্দিরের দক্ষিণের সম্মুখ দেয়ালে তিনটি প্রবেশ পথ আছে। পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে একটি করে খিলানপথ উন্মুক্ত আছে। নির্মাণ শৈলী থেকে অনুমেয় যে, মন্দিরটি মনসা মন্দিরের সমসাময়িক কালে অর্থাৎ ১৮ শতকে নির্মিত।
৩.	**চারআনি মসজিদ**		**নড়িয়া** হোগলা	-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: প্র:অধি:-৯/৯৯ ২০ জুলাই, ২০০৯	আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত তিনগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি স্থানীয় জমিদার মনিরউদ্দিন আহমেদ নির্মাণ করেন। স্থানীয়ভাবে মসজিদটি হোগলার চারআনী মসজিদ নামে পরিচিত। পশ্চিমে কেবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব আছে। প্রতি দিকের দেয়ালে বই পত্র রাখার জন্য দুটি করে কুলুঙ্গি আছে। মূল মিহরাবটি আকারে বড়। বর্তমানে আধুনিক টাইলস দ্বারা আবৃত করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে আধুনিক সংস্কার কাজের ফলে মসজিদের আদি বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে নস্ট হয়েছে।
৪.	**চারআনি মসজিদ সংলগ্ন এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ এবং মাদ্রাসা**		**নড়িয়া**	-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: প্র:অধি:-৯/৯৯ ২০ জুলাই, ২০০৯	তিন গম্বুজ বিশিষ্ট চারআনি জামে মসজিদের ৭০ মিটার দক্ষিণে এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। স্থানীয় জনগণ এটিকে বোনের মসজিদ বলে থাকে। দুটি মসজিদকে ভাই ও বোনের মসজিদ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি চারআনি মসজিদের সমসাময়িক কালে নির্মিত বলে মনে হয়। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব ও পূর্ব দেয়ালে খিলানের মধ্যে তিনটি প্রবেশ পথ আছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.	**কালী মন্দির**		**শরিয়তপুর সদর**	-	বাংলাদেশ গেজেট ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (পৃষ্ঠা নম্বর: ৬৬০)	কালী মন্দির ও আবাসিক টোল এই দুইটি স্থাপনা আঠারো শতকে নির্মিত। ইন্দো-ইউরোপীয়ান স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত মন্দির ও আবাসিক টোলটিতে পাতলা টালি ইট এবং চুন সুরকীর গাঁথুনীর ব্যবহার করা হয়েছে। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত দ্বিতল মন্দিও ও আবাসিক টোলের দৈর্ঘ্য- প্রস্থ যথাক্রমে ৩৫.০২ মিটার ও ৩৫.০২ মিটার এবং ৫০ সেন্টিমিটার। ফুল ও লতাপাতার কারুকার্য, পিলাস্টারের নকশা, আবাসিক টোলটিতে বিশেষভাবে লক্ষনীয়।
৬.	**আবাসিক টোল**	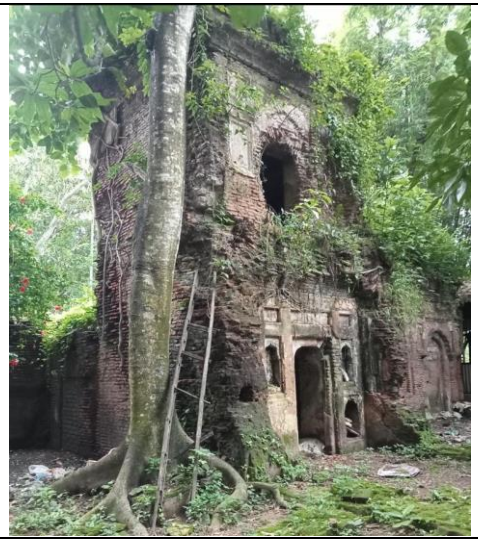	**শরিয়তপুর সদর**	-	বাংলাদেশ গেজেট ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (পৃষ্ঠা নম্বর: ৬৬০)	কালী মন্দির ও আবাসিক টোল এই দুইটি স্থাপনা আঠারো শতকে নির্মিত। ইন্দো-ইউরোপীয়ান স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত মন্দির ও আবাসিক টোলটিতে পাতলা টালি ইট এবং চুন সুরকীর গাঁথুনীর ব্যবহার করা হয়েছে। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত দ্বিতল মন্দিও ও আবাসিক টোলের দৈর্ঘ্য- প্রস্থ যথাক্রমে ৩৫.০২ মিটার ও ৩৫.০২ মিটার এবং ৫০ সেন্টিমিটার। ফুল ও লতাপাতার কারুকার্য, পিলাস্টারের নকশা, আবাসিক টোলটিতে বিশেষভাবে লক্ষনীয়।